দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা

এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ডিসেম্বর ২০১৫

এনএসডিসি সচিবালয়ে (SDWG) এর ৭ম সভা ও ILO এর CTA জনাব Arthur Earl Shears এর ফেয়ারওয়েল পার্টি

৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সকাল ১০.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে Skill Development Working Group (SDWG) এর ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব শ্রীনিবাস রেড্ডি। সভাপতি SDWG এর ৭ম সভার এজেন্ডা উল্লেখ করে বিগত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী সকলের নিকট তুলে ধরেন। উপস্থিত সকলের সম্মতিতে উক্ত কার্যবিবরণী অনুমোদন লাভ করে। সভার এজেন্ডায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনএসডিসি

চিত্র ১: TVET Reform Project এর Chief Technical Officer জনাব আর্থার আর্ল শির্য়াসের বিদায় অনুষ্ঠান

সচিবালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা সভাপতি উল্লেখ করে বলেন যে, উক্ত কর্মপরিকল্পনার ১ম পর্যায়ের বাস্তবায়ন এ মাসে সমাপ্ত হতে যাচ্ছে এবং আগামী বছর জানুযারী থেকে এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার ২য় পর্যায় শুরু হচ্ছে। ইতোমধ্যে এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনার ২য় পর্যায় প্রণয়নও মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে সরকারের ২২টি মন্ত্রণালয় এবং ২৭টি দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে বগুড়ার Rural Development Academyতে তিনদিনব্যাপী আবাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তা ও কার্যকলাপ এ সভায় আলোচিত হয়। SEIP, World Bank, KOICA, GIZ, BSEP, SUDOKHOO ইত্যাদি প্রকল্পসমূহের প্রতিনিধিগণ দক্ষতা উন্নয়নে তাদের স্ব স্ব অগ্রগতি উপস্থিত সকলের নিকট তুলে ধরেন।

চিত্র ২: ফেয়ারওয়েল পার্টিতে আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থেকে জনাব আর্থার আর্ল শির্য়াসের উপহার গ্রহণ।

এ সভার সমাপ্তিলগ্নে ILO এর TVET Reform Project এর Chief Technical Officer জনাব আর্থার আর্ল শিয়ার্সের উক্ত প্রকল্প সমাপ্তিতে বিদায় বেলায় বাংলাদেশে সুদীর্ঘ ৭ বছর তাঁর অবস্থানকালে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে তাঁর নিরলস শ্রম, প্রচেষ্টা, মেধা ও সহযোগিতার কথা সভাপতি উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, জনাব আর্থারের নেতৃত্বে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে টিভিইটি ক্ষেত্রে এক নতুন দিক-নির্দেশনা লাভ করে। এ প্রকল্পের

এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য

- TVET Reform Project এর Chief Technical Officer জনাব আর্থার আর্ল শির্য়াসের বিদায় অনুষ্ঠান;
- TVET Reform Project এর সফল সমাপ্তি অনুষ্ঠান আইএলওর আয়োজনে অনুষ্ঠান;
- 5th ADB International Skills Forum এ অংশগ্রহণ।
- শ্রীলংকা সফরকারী এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ তাদের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় ;
- সিআইসির বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সভা;
- মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স NTVQF এর আওতায় আনয়ন বিষয়ক সভা;
- বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর প্রতিনিধিদের সাথে সভা;
- জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে সভা;
- (এনএসডিসি)'র লোগো নির্বাচনের জন্য গঠিত বিচারকমন্ডলীর প্যানেলের সভা;
- স্কিল কম্পিটিশন ২০১৫ এর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠান।

গতিশীল ধারায় বাংলাদেশে NTVQF এবং CBT&A চালু হয়। বর্তমানে প্রায় ১০০০০ NTVQF ভুক্ত সার্টিফিকেটধারী রয়েছে। এনএসডিসি সচিবালয় এবং এনএসডিসি সচিবালয়ের ছত্রছায়ায় ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল গঠনেও এ প্রকল্পের ভূমিকা রয়েছে। তিনি সভার এ অংশকে জনাব আর্থার আর্ল সম্মানে অনানুষ্ঠানিক বিদায় অনুষ্ঠান বলে উল্লেখ করে সকলকে কিছু বলার জন্য আহবান করেন। সভাপতির নির্দেশক্রমে এনএসডিসি সচিবালয়ের পক্ষ থেকে গবেষণা কর্মকর্তা নাহিদ আখতার শান্তা জনাব আর্থারের বাংলাদেশে কর্মকালীন সময়ের সম্মানে একটি মানপত্র পাঠ করেন। আইএলওর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব হরিপদ দাস উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ যুগান্তকারী NTVQF পদ্ধতি চালুকরণ ও তা পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্য জনাব আর্থারের মত একনিষ্ঠ, নিরলস, মেধাবী নেতৃত্বের বিকল্প নেই। ব্র্যাকের স্কিল ডেভেলোপমেন্ট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জনাব তাহসিনা আহমেদ আর্থারের দূরদর্শিতা উল্লেখ করে বলেন যে, বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে TVET Reform Project এর তথা তাদের নেতৃত্বদানকারীদের বিশাল অবদান রয়েছে এবং তাঁরা এদেশে সকলের পথনির্দেশকরূপে গণ্য হবে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের জনাব লুই আর্থারের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করেন। CAMPE এর জনাব তপন কুমার দাস উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে গণসাক্ষরতাকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সাথে সমন্বয় সাধন করতে TVET Reform Project এর ভূমিকা অপরিসীম। RPL এর মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞ লোকদের সার্টিফিকেট লাভ ও কর্মসংস্থান এর ধারা দেশকে দক্ষতার টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত করছে। জনাব আর্থার সকলকে এ সুন্দর বিদায় অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশে চালুকৃত NTVQF পদ্ধতির মসৃণ পথচলার জন্য সরকারকে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব শ্রীনিবাস রেড্ডি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নে এ প্রকল্পের বিশেষ অবদানের উল্লেখ করেন এবং NTVQF পদ্ধতির প্রচলনে আর্থারের ঐকান্তিক প্রয়াসের প্রশংসা করেন। বিদায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে সভাপতি এনএসডিসি সচিবালয়ের পক্ষ থেকে আর্থারকে মানপত্র ও উপহার প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নের উপদেষ্টারূপে উত্তম ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন।

ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ‘TVET Reform Project’ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান

৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে TVET Reform Project এর সফল সমাপ্তি অনুষ্ঠান আইএলওর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষা সচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব এ এস মাহমুদ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিকাইল শিপার, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস, এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এবিএম খোরশেদ আলম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব সালাহউদ্দিন কাশেম খান প্রমুখ। আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব শ্রীনিবাস রেড্ডি অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে উক্ত প্রকল্পের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেন। TVET Reform Project টি ২০০৭ সাল থেকে শুরু হয় এবং ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন ছাড়াও এ প্রকল্পের অন্যতম অবদান বাংলাদেশে NTVQF পদ্ধতির প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।

5th ADB International Skills Forum এ অংশগ্রহণ

১-২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 5th ADB International Skills Forum এ বাংলাদেশের ৩ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুর রউফ, অতিরিক্ত সচিব, ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর, SEIP; জনাব মোহাম্মদ বাবর আলী, পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, উপপরিচালক, এনএসডিসি সচিবালয়।

চিত্র ৩: বাংলাদেশের পক্ষে কান্ট্রি পেপার উপস্থাপন করেন জনাব আব্দুর রউফ, অতিরিক্ত সচিব, ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর, SEIP.

এ কর্মশালার theme ছিল Current Priorities in Technical and Vocational Education and Training. দুইদিনব্যাপি এ সেমিনারে বাংলাদেশের পক্ষে কান্ট্রি পেপার উপস্থাপন করেন জনাব আব্দুর রউফ, ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর, SEIP.

এনএসডিসি সচিবালয়ের শ্রীলংকা সফরকারী কর্মকর্তাদের শ্রীলংকা প্রশিক্ষণের উপস্থাপন

১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সকাল ১০.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে শ্রীলংকা সফরকারী এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ তাদের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থিত সকলের সাথে বিনিময় করেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর টিভিইটি ইনস্টিটিউশন সেন্সাস ২০১৫ এর অংশ হিসেবে বিগত ১৪-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব এবিএম সিরাজুল হক, উপসচিব বিজয় রঞ্জন সাহা, এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের পরিচালক (উপসচিব) মোহাম্মদ রেজাউল করিম, অর্থ ও প্রশাসন অনুবিভাগের পরিচালক (উপসচিব) কাজী নজরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত TVEC বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ছিল শ্রীলংকা সরকারের TVEC (The Tertiary and Vocational Education Commission) এর গঠন, কার্যক্রম, টিভিইটি পরিচালনা, মনিটর, ড্যাটা ম্যানেজমেন্ট, সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদি সর্ম্পকে তথ্য, অভিজ্ঞতা অর্জন, LMIS সর্ম্পকে তথ্য আহরণ। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, উপ-পরিচালক, এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রীলংকা সর্ম্পকিত তথ্যাবলী সকলের নিকট উপস্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতি বছর শ্রীলংকায় Labour Market Information Bulletin প্রকাশনার মাধ্যমে TVEC জনবলের শ্রমবাজারের চাহিদা, কর্মসংস্থান, মুজুরী নির্ধারন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত Labour Market Information Bulletin এর একটি হার্ডকপি উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ সভাপতি জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয় এর নিকট হস্তান্তর করেন। সভায় উপস্থিত সকলে মনে করেন যে, এনএসডিসি সচিবালয়, BTEB, BMET, DTE এর সহায়তায় শ্রম বাজার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে শ্রীলংকার ন্যায় Labour Market Information System (LMIS) ও বুলেটিন তৈরি করতে পারবে।

সিআইএসসি এর বোর্ড ডিরেক্টরদের সভা

৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অস্থায়ী কন্সস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিল (সিআইসি) এর সভাকক্ষে সিআইসির বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ১৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে সিআইসির দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ প্রথম বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সভা সম্পন্ন হয়।

মেডিকেল টেকনোলজির কারিকুলাম NTVQF এর আওতায় আনয়ন বিষয়ক সভা

২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০.০০টায় মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স NTVQF এর আওতায় আনয়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) এর চেয়ারম্যান ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন যে, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ্যাফিলিয়েটেড

চিত্র ৪: মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স NTVQF এর আওতায় আনয়ন বিষয়ক সভা

ইনস্টিটিউশনগুলোতে যে কোন বিভাগ হতে এসএসসি পাশকৃত ছাত্র ছাত্রীদেরকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে এইচএসসি বিজ্ঞানের সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে হলে ছাত্র ছাত্রীদেরকে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা সমান্তরাল করতে হলে এন্ট্রি পয়েন্টে একই যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একই নীতিতে চলতে পারে এবং এতে করে কেউ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারবে না। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে বের হয় তাই এ বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব সুবোধ চন্দ্র ঢালী বলেন যে, ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট রয়েছে। সরকার ঝড়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তিতে উৎসাহিত করেছে।

সভায় মত বিনিময় ও আলোচনা শেষে নিম্নবর্নিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

১. মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সে ভর্তির জন্য এন্ট্রি কোয়ালিফিকেশন এসএসসি (বিজ্ঞান) করার জন্য বিটিইবিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বিটিইবি হতে পাশকৃত গ্রাজুয়েটদের যোগ্যতা সমমানের করার লক্ষ্যে বিটিইবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণীত সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করতে পারে।

৩. ৭৭টি প্রতিষ্ঠানের পর যে সকল প্রতিষ্ঠান বিটিইবি কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৪. পেশাভিত্তিক কোন কোর্স চালু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠিত কাউন্সিলের পরামর্শ ও অনুমোদন নিয়ে নতুন কোর্স চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

Bangladesh Accreditation Board এর সাথে সভা

২৩ ডিসেম্বর সকাল ১০.৩০ টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এবিএম খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে Quality Assurance System of Skills Development Training Center through National and Regional Accreditation শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আবদুল্লাহ, পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, আইএলও এর B-SEP Project এর Senior Professional Specialist জনাব মানস ভট্টাচার্য, এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৫: বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর প্রতিনিধিদের সাথে সভা।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এ্যাক্রিডিটেশন সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যা ১৬ জুলাই ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আইন অনুযায়ী বিএবির নীতি-নির্ধারক হচ্ছে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বিএবি পরিচালনা বোর্ড। বিএবি দেশে এবং বিশ্বের সর্বত্র বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার গুনগত মানের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করাসহ দেশীয় পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সাযুজ্য নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠান কে আন্তজাতিক স্বীকৃত মান, বিভিন্ন নিংস্ত্রক সংস্থার নিজস্ব ও জাতীয় স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করে থাকে। এ্যাক্রেডিটেশন হল তৃতীয়পক্ষ দ্বারা সাযুজ্য নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠান (Conformity Assessment Body) সমূহকে তাদের সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রত্যয়ন করা। এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা হচ্ছে একটি কর্তৃত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ যার আইনগত অধিকার সাধারণতঃ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড বাংলাদেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের লক্ষ্যে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও দক্ষ এ্যাক্রিডিটেশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে।

চিত্র ৬: বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর প্রতিনিধিদের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ।

এ বোর্ডের মিশন হচ্ছে সাযুজ্য নিরূপন কার্যক্রমে দক্ষতা, সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে, ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা, বাজার প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি করা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এ্যাক্রিডিটেশন সেবা প্রদান করা। প্রতি বছর ৯ জুন সারাবিশ্বব্যাপি এ্যাক্রেডিটেশন দিবস পালিত হয়। কর্মশালায় সভাপতি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১, এনএসডিসি, ইসিএনএসডিসি, এনএসডিসি সচিবালয় এর কার্যক্রম সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আকারে স্লাইড উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের পক্ষ থেকে জনাব মোঃ নাসিরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক তাদের মিশন, ভিশন, সার্বিক কর্মকান্ড, কোয়ালিটি পলিসি, এ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিস্তারিত স্লাইড আকারে উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড তৈরিতে এনএসডিসি সচিবালয় এবং আইএলও এর নিকট সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কিভাবে তাদের সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রত্যয়ন করে এ্যাক্রেডিটেশন করা যায়, সে সর্ম্পকে সভাপতি এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালকের পরামর্শ চান।

জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মশালা

২২শে ডিসেম্বর ২০১৫ Gender working গ্রুপের ২য় কর্মশালা এনএসডিসি সচিবালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সার্বিক কার্যক্রমকে প্রধানত ০৩টি ভিন্ন সেশনে বিভক্ত করা হয়েছিল, যথা:-উদ্বোধনী, মূল সেশন ও ওয়ার্কিং সেশন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভাপতি সেশন শুরু করেন।

চিত্র ৭: জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে কর্মশালা।

ILO এর সিনিয়র স্কিল স্পেশালিষ্ট জনাব কিশোর কুমার সিংহ, কর্মশালার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন যে, Gender Strategy যা ILO এবং NSDC এর উদ্যোগে গঠিত হয়েছে তা বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয় ডকুমেন্ট এবং এই Gender Strategy Paper তৈরি করার সময় Gender Working Group (GWG) তৈরি হয়েছে। বর্তমানে এনএসডিসি সচিবালয় ২২টি মন্ত্রণালয় এবং ২৭টি অধিদপ্তর নিয়ে কাজ করে এই জেন্ডার স্ট্র্যাটিজি অনুসরণ ও তার বাস্তবায়নের তদারকি করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের ০৩টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যারা প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করে থাকে, যথা- মহিলা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর; তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে Gender Strategy mainstreaming করার লক্ষ্যে শূণ্যস্থানগুলো সনাক্তকরণ এবং জেন্ডার নীতিমালার সমন্বয় সাধনে ০৩টি

চিত্র ৮: জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপের একটি গ্রুপ ওয়ার্ক।

কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সুচিন্তিত মতামত, উপদেশ ও দিক-নির্দেশণা পাওয়া যায়। জনাব কিশোর অদ্যকার কর্মশালায় GWG এর প্রতি দক্ষতা সম্পর্কিত সেক্টরে জেন্ডার সমতা আনয়নের ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরও কি কাজ সম্পন্ন করা যায় এবং কিভাবে এ এজেন্ডা সকলকে জ্ঞাত করা যায় সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশের জন্য আহবান করেন। এ কর্মশালায় ২২টি মন্ত্রণালয় ও ২৮টি বিভাগের জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি উপস্থিত প্রতিনিধিদের নিকট TVET সেক্টরে ও দক্ষতা উন্নয়নে জেন্ডার স্ট্র্যাটিজি প্রণয়ন ও তার সমন্বয় সাধন এবং বাস্তবায়ন করতে তাদেরকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্টরূপে কাজ করার উপদেশ প্রদান করেন। প্রায় সকল চাকুরীর ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার উল্লেখ থাকলেও সমাজের কিছু কর্মক্ষেত্রে এখনও জেন্ডার অসমতা বিদ্যমান রয়েছে, যেমন- নার্সিং কাউন্সিলের প্রতি ১০০ জন স্টাফের মধ্যে নব্বইজনই নারী এবং মাত্র ১০ জন পুরুষ। বর্তমান সরকার জেন্ডার সমতা আনয়ন এবং এ নীতি বাস্তবায়নে অধিক তৎপর। সভাপতি উপস্থিত সকল সরকারি প্রতিনিধিদের নিকট এনএসডিসি সচিবালয় সম্পর্কিত তথ্য, তার গঠন এবং কার্যপরিধি ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কিছু স্লাইড উপস্থাপন করেন। এনএসডিসি সচিবালয়ের জেন্ডার কনসালট্যান্ট জনাব তাসনুভা চৌধুরী National Strategy for promotion of Gender Equality in TVET পেপারটির সাথে সাথে স্ট্র্যাটিজিগুলো উপস্থাপন করে বলেন যে, বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় বহু আগেই UNDP এর MDG অর্জন করেছে মূলতঃ জাতীয় পর্যায়ে সকল নারীদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জেন্ডার অসমতা লাঘবকরণের মাধ্যমে। বাংলাদেশের চালিকা শক্তি এখন নারীরা।

চিত্র ৯: জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপের গ্রুপ ওয়ার্ক উপস্থাপন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুভসূচনা করে নারী এখন বিরোধীদলীয় নেত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ইত্যাদি। ওয়ার্কিং সেশনে উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের ৪টি পৃথক গ্রুপে বিভক্ত করা হয় এবং ঐ গ্রুপসমূহ প্রত্যেকের কার্যাবলী, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন,

সভা ও কর্মসূচীর আয়োজন করা ইত্যাদি নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

Group	Role & Task	Freq. of meeting & function
Grp 1	Identification of working areas	Every 3 months
	Making detail action plan	Review previous activities
	Budget preparation and submission to NSDC through Ministry	Adding new issues, monitoring, supervision
	Monitoring and Evaluation	
Grp 2	Work as the advisory body of NSDCS	monitoring and evaluation committee
	To identify inequality sectors	meeting with sub-committees at every two months
	Special budgetary allocation	Database system
	Advisory committee will form sub-committees	
Grp 3	Identify areas of gender equality	Hold meeting among agencies quarterly
	Action plan on recommendation of workshop	Incorporation of gender equality component in terms of: planning, budgeting, monitoring, evaluation at policy level
	Ask for liaison of NSDC for job placement	
	Awareness and skill development training	
Grp 4	Consultation with Stakeholders	Quarterly meeting with NSDC
	Sensitization on problem	Monthly meeting will be conducting among sub-groups (through tele-conference)
	Strategy identification to resolve the problems	
	Budget Allocation	

কর্মশালার শেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন এবং গ্রুপ ওয়ার্ক দ্বারা প্রস্তাবিত কর্মকান্ড জেন্ডার স্ট্রাটিজি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এনএসডিসি সচিবালয়ের জন্য লোগো নির্বাচনের জন্য গঠিত বিচারকমন্ডলীর প্যানেলের সভা

২৭ ডিসেম্বর সকাল ১১.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এবিএম খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)'র লোগো নির্বাচন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়্যারপার্সন করে গঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) দেশের দক্ষতা উন্নয়নের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সকল প্রকার প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। এর একটি কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে এবং এ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সাচিবিক সহায়তা ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য এনএসডিসি সচিবালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে, এনএসডিসি'র জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক লোগো নির্বাচন জরুরী। এনএসডিসি'র ৩য় সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি)'র লোগো নির্বাচনে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় এবং একই সাথে এনএসডিসি সচিবালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রচার করা হয়। ইসিএনএসডিসি এর ১৮ তম সভায় প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন ফেসবুকে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী NSDC Secretariat শিরোনামে Face Book এ একটি একাউন্ট খোলা হয় এবং লোগোর প্রস্তাব আহবান করা হয়। কিন্তু ফেসবুকেও লোগো সম্পর্কে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। মোট ১১জন অংশগ্রহণকারীর নিকট হতে প্রাপ্ত লোগোসমূহ লোগো নির্বাচনের নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই বাছাই করে দেখা যায় কোন লোগোই নীতিমালা অনুসরণ করে তৈরি করা হয়নি, কোনটিরই মৌলিকত্ব খুজে পাওয়া যায়নি। ফলশ্রুতিতে, সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সবগুলো লোগো বাতিল করে পুনঃরায় বিজ্ঞাপন প্রদান করার পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

চিত্র ১০: (এনএসডিসি)'র লোগো নির্বাচনের জন্য গঠিত বিচারকমন্ডলীর প্যানেলের সভা।

সভায় উপস্থিত বিচারকমন্ডলী লোগো নির্বাচনের বিদ্যমান নীতিমালায় পরিবর্তন আনার জন্য নীতিমালাটির পরিমার্জন ও সংযোজনের বিষয়ে মতামত দেন। সভা শেষে লোগো নির্বাচনে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য পুনরায় জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া, দেশের সকল পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোতে ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞাপনের কপি বিতরণ এবং বিজ্ঞাপনের কপি নীতিমালা পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ও স্থাপত্য বিভাগে, স্বনামধন্য ও প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাউজগুলোতে প্রেরণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Skill Competetion 2015 এর চূড়ান্ত পর্যায় অনুষ্ঠিত

২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ স্কিল এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের আয়োজনে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে এবং কারিগরি শিক্ষার গুনগত মান্নোয়ন, সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধিকরণে ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অব বাংলাদেশ (আইডিইবি) ভবনের কনফারেন্স রুমে স্কিল কম্পিটিশন ২০১৫ এর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে স্কিল এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট দ্বারা নির্বাচিত ৯৩টি সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে স্কিল কম্পিটিশন ২০১৫ এর বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয় যার মাধ্যমে ৫টি দলকে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব সোহরাব হোসেন, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় অংশে জনাব এবিএম খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), এনএসডিসি সচিবালয়, স্কিল এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের সহযোগিতায় সারা দেশব্যাপী তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে এরূপ উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং বিশ্বে বর্তমান শ্রম বাজারের চাহিদার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ওর্য়াল্ড স্কিল কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এনএসডিসি সচিবালয়ের ওয়েজ-বেজড এম আই এস উন্নয়নের জন্য সভা

২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ সকাল ৯.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের কনফারেন্স রুমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এবিএম খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এনএসডিসি সচিবালয়ে ওয়েজ-বেজড এমআইএস উন্নয়নের জন্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের ওপর মতবিনিময় সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় এনএসডিসি সচিবালয়ের জন্য ওয়েজ-বেজড এমআইএস উন্নয়ন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের কারিগরি ও ডোমেইন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক এনএসডিসি সচিবালয়ের জন্য প্রস্তাবিত এমআইএস এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন পর্যালোচনা করা হয়েছে।এনএসডিসি সচিবালয়ের পাশাপাশি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিটিই) এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্যও এমআইএস উন্নয়ন করা হবে। এমআইএস উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক বিষয় সমন্বয়ের লক্ষ্যে এটুআই বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় জরুরী। এ সকল এমআইএস এর কনটেন্টের দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ফটো গ্যালারী

চিত্র ১১: 5th ADB International Skills Forum এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ।

চিত্র ১২: জনাব আর্থার আর্ল শির্য়াসের বিদায় অনুষ্ঠানে মানপত্র প্রদান।

দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা

এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চিত্র ১৩: এনএসডিসি সচিবালয়ের কনফারেন্স রুমে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ওর্য়াক।

চিত্র ১৬: এনএসডিসি সচিবালয়ের কনফারেন্স রুমে কর্মশালায় জেন্ডার ওর্য়াকিং গ্রুপের গ্রুপ ওর্য়াক।

চিত্র ১৪: এনএসডিসি সচিবালয়ে স্কিলস ডেভেলোপমেন্ট ওর্য়াকিং গ্রুপের ৭ম সভা।

চিত্র ১৫: 5th ADB International Skills Forum এ অংশগ্রহণকারী এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক।

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম
পরিচালক (উপসচিব)

জনাব কাজী নজরুল ইসলাম
পরিচালক (উপসচিব)

জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার
উপপরিচালক (সহযোগী অধ্যাপক)

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
উপপরিচালক

জনাব এস এম রেজাউল করিম
উপপরিচালক

জনাব শুভ্রা রায়
উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

সম্পাদক

জনাব নাহিদ আখতার শান্তা
গবেষণা কর্মকর্তা

সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যেকোন দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, কর্মকান্ড থাকলে তা 'দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমায়' প্রকাশের জন্য এনএসডিসি সচিবালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো। দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা প্রতি মাসে এনএসডিসি সচিবালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

এনএসডিসি সচিবালয় ২য় তলা, টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার, ৪২৩-৪২৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮৯১০৯১, ৮৮৯১০৯৩, ৮৮৯১০৯৬, ফ্যাক্সঃ ৮৮৯১০৯২, ইমেইলঃ nsdcsecbd@yahoo.com, ওয়েবসাইটঃ www.nsdc.gov.bd